সূর্য ভাইয়ের - আজকের পুরুশার্থ - ভাগ -২

আমার খুশির আর স্তিতির গুরুত্ব

ওম শান্তি সঙ্গম যুগে আমাদের খুশি আর স্তিতির খুব গুরুত্ব আছে আমাদের শ্রেষ্ট স্তিতি পরিস্তিতকে বদলে দেয় , ভগবনুবাচ আছে , খুশি আমাদের সমস্ত রোগ সমাপ্ত করে দেয় আমরা সকাল সকাল চোখ খোলার সাথে সাথে মন যেন খুশিতে নাচতে থাকে বাবা তুমি আমাকে সব কিছু দিয়েছ , অনেক অনেক ধন্যবাদ | ব্রেন কাজ করতে থাকবে | সদা খুশি থাকবে পরিস্তিতিকে হালকা রূপে দেখবে | ক্রোধ থেকে , ' আমার-পনা ' থেকে মুক্ত থাকা এই গুলো সব যোগযুক্ত স্তিতির চিহ্ন | আমার খুশি হলো অনেক দামী আর এই পরিস্তিতি হলো ২ , ৪, ৫ টাকার সমান | এগুলোর কোনো দাম নেই এই কথাগুলোর মধ্যে আমি আমার সম্পত্তি কেন সমাপ্ত করবো | কোনো কোনো কথা আমাদের ওপরে নেগেটিভ ইফেক্ট দিয়ে যায় | আমাদের স্তিতিতে কোনো বিঘ্ন যেন না আসে | দিনে ৫ , ৬ বার নিজেকে শ্রেষ্ট স্মৃতি দেবে আমি হলাম মহান আত্মা আমার জন্ম সংসারের কল্যানের জন্য | আমি হলাম মাস্টার সর্ব শক্তিমন | এই কম্বাইনড স্বরূপের সামনে মায়া হার মেনে যাবে | আমাকে তো বাবাকে সহযোগিতা করতে হবে | আমাকে লক্ষের দিকে দেখতে হবে , আমার কিছু নেওয়ার নেই | আমাকে তো দিতে হবে আমি হলাম মাস্টার ক্রিয়াটার | এর দ্বারা আমরা নিজেকে মোটিভেট করতে পারবো | আমরা দেহকে দেখে ভাববো , আমি এটা না আমি হলাম চৈতন্য মহান শক্তি | ওম শান্তি |

স্তিতিকে নির্বিঘ্ন বানানো বিধি

ওম শান্তি নিজের স্তিতিকে মহান দৃঢ় সম্কল্প অচল-অডল বানানোর জন্য সাক্ষী ভাব বাড়াতে হবে আগে গিয়ে এমন এমন সিন আসবে যেগুলোকে দেখা সম্ভব হবে না | কিছু ভালো জিনিসও হবে , সকলে বলবে আমার বাবা , জয় জয়কার হবে | তো সকলে আগে যে সময় আসছে সাক্ষীভাব হয়ে দেখবে | যা হচ্ছে , যেটা প্রত্যেক কল্পে হয়েছে তাই আবার হচ্ছে , আমাদেরকেও বাবার মতো সাক্ষী ভাব তৈরী করতে হবে | যে মানুষ নিজের চিতকে শান্ত করে নেয় তার বুদ্ধির মুধ্যে পবিত্রতা ইমের্জ হতে থাকে | আত্মার যোগ তখন অগ্নি হয়ে যায় | তাই আমাদেরকে সাক্ষী ভাব তৈরী করতে হবে | যা কিছু হচ্ছে সেটাই সত্য | কর্ম অনুসারে সকলে পার্ট বাজাচ্ছে | এখানে প্রত্যেক আত্মা নিজের ক্ষমতার অনুসারে নিজের পার্ট নিশ্চিত করেছে | সকলে নির্দোষ | যে যেমন কর্ম করেছে সেই রকম ভাগ্য হয়েছে | নিজের সংসারেও , সকলের পার্টকে

সাক্ষী হয়ে দেখো | যা হয়ে গেছে , হয়ে গেছে আর যা হবে সেটা নিশ্চিত | সাক্ষী হয়ে নিজেরও পার্টকে দেখবে | এই ৮৪ র খেলা সম্পাত হয়ে যাচ্ছে | নিজেরকে ঘরে ভরপুর করে নিয়ে যেতে দেখো আর গিয়ে বাবার পাশে বসে যাও | ওম শান্তি |

জীবনের ওঠা নামার যাত্রা

ওম শান্তি এই জীবন হলো এক সুন্দর খেলা এই যাত্রা এখন কলিযুগের অন্তেও চলছে যখন চারিদিকে নোংরা আর নেগেটিভিটি আছে , আমাদেরকে এটা ভাবতে হবে না যে এই সব কি , আমরা তো মাস্টার রচইতা আমাদেরকে এটা ভাবতে হবে আমাদের এখন কি করতে হবে | কারণ এই যাত্রাতে এটাই সত্য যে কখনো ভালো আর কখনো খারাপ , যে সরল তার অসুখ আর সমস্যা সরল হয়ে যাবে আর সম্মন্ধ সম্পর্কে আশা আত্মারাও সরল হয়ে যাবে | আমাদেরকে এতো সরল হতে হবে যে সহজ ভাবে সকলে আমাদের সাথে মিলতে পারবে | তারা যুদ্ধ করবে না তারা মাইল্ড নেচারের হবে | মৌল্ড করে নিজের রাস্তা সহজেই বের করে নিতে হবে | মৌল্ড করে গোল্ড হবে | তারা পরিস্তিতিকে বদলে যাওয়ার অপেখ্যা করে | আর এই সরলতার দ্বারা শ্রীকার করো | কিছু কথা আছে যেগুলোকে বদলানো যাবে না | তাই শ্রীকার করো | তো আজ সারা দিন সুক্ষ বতনে গিয়ে বাবার কাছে থেকে দৃষ্টি নেবে আর নিয়ে সারা সংসারে দৃষ্টি দেবে যাতে সারা সংসারে লাইট ফেলে যায় | তো সারা দিনে এই রকম অভ্যাস করতে থাকবে | ওম শান্তি |

সত্যের সত্সঙ্গ

ওম শান্তি সংসারে অনেক সময় থেকে সত্সঙ্গ চলে এসেছে কিন্তু অনেক সত্সঙ্গ হওয়া সত্তেও সংসারের দুর্গতি হয়ে এসেছে কারণ ওখানে পরমাত্মা মিলনের সুখ প্রাপ্ত হয়নি | আমরা হলাম তার সন্তান সে এসে আমাদেরকে সত্য সুখ প্রদান করতে | এই ভাবেই সদাকালের সত্সঙ্গ করতে থাকো | কখনো আমরা পরম্ধামে আছি আর কখনো তাকে ডেকে আনবে ধরিত্রীতে | দেখবে যে আমরা কোনো খারাপ সঙ্গে যেন না যাই আমরা যেন সারা দিন অন্তর্মুখী থেকে ঈশ্বরের সত্সঙ্গে থাকি | প্রত্যেক ১ , ২ ঘন্টার পরে নিজেকে স্মৃতি দেওয়াবে যে আমি কে , কি-কি প্রাপ্ত করেছি | তখন স্তিতি খুব শ্রেষ্ট থাকবে | বাইরের সংসার আমাদের ওপরে প্রভাব ফেলতে পারবে না | একই বার তো আমরা ভগবানের সাথ পেয়েছি | তার স্নেহ প্রপ্ত করেছি | সয়ম ভগবান নিজের সব কিছু আমাদেরকে দিতে এসেছে | স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য দিতে এসেছে | এই সত্সঙ্গে থাকলে অনেক শক্তিশালী আর পবিত্র হয়ে যাবে | তো আজ সারা দিনে এই সত্সঙ্গে থাকবে যে

আমি আত্মা পরম্ধামে আছি তার থেকে তেজশি কিরণ আমার ওপরে পরছে | ওম শান্তি |

শিব রাত্রি

ওম শান্তি আজকে হলো মহা শিবরাত্রির স্বর্নিম দিবস | শিব বাবার আর আমাদের মহান আত্মাদের জন্মদিন | লোকেরা তো জাগরণ করবে , ব্রত রাখবে | আমরা তো শিবের সাথে মিলন মানাচ্ছি | এই মিলনের সুখ হলো সর্ব শ্রেষ্ট সুখ | তো আমরা সকলে হলাম খুব খুব ভাগ্যবান | আমাদের জন্ম আর পালনা মাতা পিতা সয়ম করছে তার সব কিছু আমাদের হয়ে গেছে | সয়ম ভোগবান আমাদেরকে এসে পড়ায় আমাদের সাহায্য করে দেখা শোনা করে বাবা বলে যে দুনিয়ার সকলে বলবে যে ভগবান এদের জন্য কি খালি বসে আছে , তো বলে দেও হ্যা ! আমরা তার স্নেহকে অনুভব করি | সে মাতা পিতা হয়ে আমাদের খেয়াল করছে , তো আশ আজ শিব রাত্রি দিনে আমরা শুধুমাত্র এক রাতের জন্য না সদাকালের জন্য স্মৃতির দ্বারা জেগে যাই | সকলে দেখো আমি কিসের ব্রত নেব | বাণীর , সংকল্পের ... তো আশ আজকে আমরা সারা দিন প্রভুমিলন অনুভব করি আমরা পরম্ধামে বাবার সাথে আছি আর নেশা যেন থাকে যে শিব্বাবা নিজে আমাদের সাথে আছে আর আমার খুদাদোস্ত হয়ে আছে | ওম শান্তি |